গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(উপজেলা-১ শাখা)
www.lgd.gov.bd.

স্মারক নং-৪৬.০৪৬.০১৮.০০.০০.০৭৪.২০১৫- ২৪৭ তারিখ : ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬।

বিষয় : উপজেলা পরিষদের নিকট বকেয়া ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ।

সূত্র : : স্থানীয় সরকার বিভাগের স্মারক নং-৪৬.৩০৯.০১৮.০০.০০.০২৫.২০১২-১৬০; তারিখ : ০১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা ২০১৪ এর অনুচ্ছেদ ৫(ঢ) অনুযায়ী উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল হতে ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধপূর্বক হালনাগাদ করণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

25/02/2022
(ড. জুলিয়া মঈন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন : ৯৫৬২২৪৭

১। চেয়ারম্যান (সকল), উপজেলা পরিষদ,......................উপজেলা, ...জেলা।

২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল),......................উপজেলা, ...জেলা।

অনুলিপি :
১। জেলা প্রশাসক (সকল), ...জেলা।
২। কম্পিউটার প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ (পত্রটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল গঠন ও ব্যবহার নির্দেশিকা

উপজেলা পদ্ধতি চালু হওয়ার পর বিলুপ্ত স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা প্রশাসন পুনর্গঠন) অধ্যাদেশ, ১৯৯৮-এ প্রত্যেক উপজেলার জন্য একটি নিজস্ব তহবিল গঠনের বিধান ছিল। এ নিজস্ব তহবিলের অন্যতম উৎস ছিল উপজেলা পরিষদের বাসাবাড়ি, বিভিন্ন কর/রেট/ফি/টোল, নিজস্ব সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা, ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের দান ইত্যাদি হতে প্রাপ্ত আয়। এ ছাড়া সরকারি অনুদান/উন্নয়ন বরাদ্দও এই তহবিলের অন্যতম উৎস ছিল। পরবর্তীকালে উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন জমা ব্যবহারকল্পে অনুসরণীয় নির্দেশিকার এ বিষয়ে বিশদ আলোকপাত করা হয়েছে। নির্দেশমালা অনুযায়ী পরিষদ তহবিল প্রধানতঃ দু'ভাগে বিভক্ত ছিল :

ক. উপজেলা পরিষদ রাজস্ব জমা;

খ. উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন জমা।

২. প্রতি বছর উপজেলা পরিষদ আয় হতে নির্ধারিত ব্যয় সম্পন্ন করার পর উদ্বৃত্ত অর্থ পরবর্তী বছরের উন্নয়ন জমায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিধান প্রচলিত আছে, যা প্রতিপালিত হওয়ার নজির খুব কম লক্ষ্য করা গেছে। উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ [উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১ দ্বারা সংশোধিত] এ উপজেলা পরিষদের নিজস্ব তহবিল গঠনের বিধান আছে। অন্যদিকে উপজেলা পদ্ধতি চালু হওয়ার পর সময়ে সময়ে পরিপত্র জারি করে এ তহবিলের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। উন্নয়ন কর্মকান্ড গতিশীল করা, সীমিত স্থানীয় সম্পদ ব্যয়ে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল গঠন ও ব্যয়ের জন্য জারিকৃত সকল নির্দেশনা/নীতিমালা/নির্দেশ বাতিল করে এ বিভাগের ১৩-১০-২০০৯ তারিখের উজে-২/এম-১৬/২০০২/৭০১ নং স্মারকের নতুন নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল। বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে উক্ত নির্দেশিকার কতিপয় অনুচ্ছেদ সংশোধন ও সংযোজনপূর্বক নিম্নরূপ নির্দেশিকা জারি করা হলো। সরকার আশা করে যে, এ নির্দেশিকা রাজস্ব তহবিলের সদ্ব্যবহার ও যথাযথ প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।

৩. উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিলের উৎস : উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল স্থানীয় সম্পদের ভিত্তিতে গঠিত হবে। এর উৎস হবে উপজেলা পরিষদের বাসাবাড়ি হতে প্রাপ্ত আয়, উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ [উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১ দ্বারা সংশোধিত] এর ৪র্থ তফসিলে বর্ণিত পরিষদ আরোপিত বিভিন্ন কর/রেট/ফি/টোল বাবদ প্রাপ্ত অর্থ, হাট-বাজার ইজারালব্দ অর্থ (অবশিষ্ট ৪১%), স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর বাবদ আয়ের ১% ভূমি উন্নয়ন 'কর' এর ২% পরিষদে ন্যস্ত বা তৎকর্তৃক পরিচালিত সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত আয় বা মুনাফা, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান, পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ হতে প্রাপ্ত মুনাফা, পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত অন্য কোন অর্থ, সরকারের নির্দেশে পরিষদে ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ।

৪. উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল পরিচালনা : পরিষদের রাজস্ব তহবিলে জমাকৃত সকল অর্থ সরকারি ট্রেজারির কার্য পরিচালনাকারী কোন ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন করতে হবে। উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা যৌথভাবে এ তহবিল পরিচালনা করবেন।

৫. উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল ব্যয়ের ক্ষেত্রসমূহ : প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান ও রীতিনীতি যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিলের অর্থ উপজেলা পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে শর্তসাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে ব্যয় করা যাবে :

(ক). উপজেলা পরিষদ ভবন ও বাসাবাড়ি মেরামত/সংরক্ষণ/রংকরণ : উপজেলা পরিষদ ভবন ও বাসাবাড়ি মেরামত/সংরক্ষণ/ রংকরণ উপজেলা পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিলের অর্থে করা যাবে। তবে এক্ষেত্রে কোন অর্থ বছরে সর্বোচ্চ ৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ) টাকার বেশি ব্যয় করা যাবে না এবং এ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সতর্কতা ও সমতার নীতি অবলম্বন করতে হবে। রাজস্ব তহবিলের অর্থ দ্বারা স্থানীয় সরকার বিভাগের পূর্বানুমোদন ব্যতিত কোন নতুন ভবন নির্মাণ বা

(ড). মামলা পরিচালনা ব্যয় : উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ [উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১ দ্বারা সংশোধিত]- এর আওতায় উপজেলা পরিষদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মামলা পরিচালনা ব্যয় রাজস্ব তহবিল হতে নির্বাহ করা যাবে। তবে এ ব্যয় সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত সার্কুলার/আদেশ অনুযায়ী হতে হবে।

(ঢ). বিদ্যুৎ/টেলিফোন বিল, ভূমি উন্নয়ন কর, ইন্টারনেট বিল ইত্যাদি পরিশোধ : বিদ্যুৎ বিল, সংবাদপত্রের বিজ্ঞপ্তির বিল, টেলিফোন বিল, ইন্টারনেট বিল, ভূমি উন্নয়ন কর, পৌর কর/হোল্ডিং ট্যাক্স, গ্যাস বিল ইত্যাদি উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিলের অর্থ দ্বারা বিধি মোতাবেক পরিশোধ করা যাবে।

(ণ). যানবাহন মেরামত : স্থানীয় সরকার বিভাগের ২৪-০৪-২০০৫ খ্রিঃ তারিখের স্থাসবি/উপ-১/গাড়ী/(২)-২/৯৯/৯৩ (৪৭২) নং স্মারক অনুসরণপূর্বক উপজেলা পরিষদ যানবাহন মেরামতের জন্য রাজস্ব তহবিল হতে বছরে সর্বোচ্চ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা ব্যয় করা যাবে।

(ত). মালি/সুইপার নিয়োগ : সরকার কর্তৃক আরোপিত বিধি-নিষেধ সাপেক্ষে উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিলের অর্থে সরকার অনুমোদিত হারে দৈনিক চুক্তিতে একজন মালি ও একজন সুইপার নিয়োগ করা যাবে।

(থ). এছাড়া উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিলের অর্থে নিম্নরূপ ব্যয় নির্বাহ করা যাবে :

(১) হস্তান্তরিত সায়রাত মহলের আয় হতে সরকারি পাওনা পরিশোধ;

(২). পরিষদ কর্তৃক কর আদায়ের জন্য ব্যয়।

(দ) সৌর বিদ্যুৎ প্যানেল স্থাপন : উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিলের অর্থায়নে উপজেলা পরিষদের দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে সরকারি বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক সর্বোচ্চ ৫.০০ (পাঁচ) লক্ষ টাকার মধ্যে ব্যয় সীমাবদ্ধ রেখে সৌর বিদ্যুৎ প্যানেল স্থাপন করা যাবে। সৌর বিদ্যুৎ প্যানেল রক্ষণাবেক্ষণ/মেরামত খাতে বার্ষিক সর্বোচ্চ ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা ব্যয় করা যাবে।

(ধ). উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান/ভাইস চেয়ারম্যানগণের সম্মানী ও টিএ/ডিএ ভাতা : উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিলের অর্থায়নে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান/ভাইস চেয়ারম্যানগণের সম্মানী ও টিএ/ডিএ ভাতা প্রদান করা যাবে।

(ন) গরীব ও মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান : উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিলের অর্থায়নে উপজেলা পরিষদের সভার সিদ্ধান্তক্রমে গরীব ও মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের জন প্রতি সর্বসাকুল্যে এক অর্থ বছরে সর্বোচ্চ ৪,০০০ (চার হাজার) টাকা করে বৃত্তি প্রদান করা যাবে। এ ক্ষেত্রে এক অর্থ বছরে সর্বোচ্চ ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকার বেশী ব্যয় করা যাবে না।

(প). ফরমালিন, ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য সনাক্তকরণ কীট ইত্যাদি ক্রয় : মোবাইল কোর্টের চাহিদা অনুযায়ী উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিলের অর্থায়নে ফরমালিন বা জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য সনাক্তকরণের জন্য কীট ও সরঞ্জামাদি ক্রয় করা যাবে। তবে এ বিষয়ে এক অর্থ বছরে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকার বেশী ব্যয় করা যাবে না। এক অর্থ বছরে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকার বেশী ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

৬. অনুচ্ছেদ ৫ (ক-ন) পর্যন্ত ব্যয়ের পর অবশিষ্ট অর্থ :

ক). নির্দেশিকার ৫ (ক-ন) পর্যন্ত ব্যয়ের পর অবশিষ্ট অর্থ নিম্নরূপভাবে বিভাজন করতে হবে :

(১)	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন চলমান প্রকল্প, রাস্তাঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট, দৃশ্যমান প্রকল্প, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, উপজেলা পরিষদের আয়বর্ধক প্রকল্প ইত্যাদি-	৯০%